দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 JUN 1986
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৭ ...

051

ঝিনাইদহ : অর্থাভাবে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকা খড়িখালী মায়াময় নিম্নমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের টিনের ছাপরা। —সংবাদ

মায়াময় বালিকা বিদ্যালয়টির সংকট এখনো কাটেনি

ঝিনাইদহ, ২০শে জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)।--আদর্শ খড়িখালী গ্রামের মায়াময় নিম্ন মাধ্যমিক, বালিকা বিদ্যালয়টির সংকটের আজও নিরসন হয়নি। গত ১১ই সেপ্টেম্বর দৈনিক সংবাদ-এ 'মায়াময় বালিকা বিদ্যালয়টি বন্ধ হওয়ার পথে' শিরোনামে একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর উপজেলা পরিষদ থেকে দু'বান টিন অনুদান হিসাবে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মরুভূমিতে শিশির বিন্দুর মত এ সামান্য অনুদানে বিদ্যালয়টির সংকট কাটেনি। ফলে এখানে অধ্যয়নরত ১শ'৮ জন ছাত্রীর ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত।

বিদ্যালয়টি টিকিয়ে রাখার জন্য স্থানীয় জনসাধারণের আগ্রহ ও আন্তরিকতার কমতি নেই। সম্প্রতি তারা নিজেদের মধ্য থেকে চাঁদা তুলেছে। উপজেলা পরিষদের দু'বান টিনের সাথে আরো কিছু টিন কিনে একটি ছাপরা তুলেছে, চারপাশের ভিত পাকা করেছে। কিন্তু অর্থাভাবে বেড়া হয়নি, চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা হয়নি, অর্ধসমাপ্ত হয়ে কাজ বন্ধ হয়ে আছে। উল্লেখ্য, সেনাবাহিনীর জনৈক ক্যাপটেনের উৎসাহ ও উদ্যোগে এবং স্থানীয় জনসাধারণের আগ্রহ ও সহযোগিতায় ১৯৮৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৭ নং মহারাজপুর ইউনিয়নের আদর্শ খড়িখালী গ্রামে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টিতে ৬ জন শিক্ষক, ১ জন কেরানী ও ১ জন দপ্তরি আছেন। শ্রেণী রয়েছে এখানে ৩টি—ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম। ছাত্রীর সংখ্যা ১০৮ জন। বেঞ্চের সংখ্যা খুবই কম, সবার বসার জায়গা হয় না, বাড়ী থেকে ছালা আনতে হয়। চেয়ার-টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। বিদ্যালয়টির কোন ফাণ্ড নেই। নামমাত্র ছাত্রীবেতন ও অভিভাবকদের চাঁদাই একমাত্র আয়ের উৎস। তাও আবার গরীব এলাকা, সব ছাত্রী বেতন দিতে পারে না। ফলে এখানে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দকে নামমাত্র বেতনেই কাজ করতে হয়, তাও আবার নিয়মিত পাওয়া যায় না।

এক একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত গোলপাতার বিদ্যালয় গৃহটি গত বৈশাখে ঝড়ে ভেঙ্গে পড়লে, বর্তমানের টিনের ছাপরাটি করা হয়েছে; কিন্তু অর্থাভাবে তাও অর্ধসমাপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। আর এরই মধ্যে চলছে ১০৮ জন ছাত্রীর বিদ্যার্জনের সাধনা।